নববর্ষের পাঁচালি জয় ২০০৩

অনির্বাণ রায়

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালিয়ানার সংস্কৃতি ভীষণ পছন্দ করেন।

বাঙালি বাঙালিয়ানা করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ইংরেজি নববর্ষ পালন না করে আমরা বাঙালির নববর্ষ পালন করব এটাই তো প্রত্যাশিত।

পৌষমাস তো আমরা পালন করব পায়েস খেয়ে। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের ধার ধারব কেন আমরা? আমাদের সকলের উচিৎ বিধান রায় বা বুদ্ধদেবের মত ধুতি পরা। মেয়েদের উচিৎ সুচিত্রা সেনের মত শাড়ি পরা। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দকে প্রাণের সর্বস্ব করা।

বাঙালি হিন্দু বা বাঙালি মুসলমান না ভেবে সবাইকে বাঙালি ভাবা। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল/বাংলার বায়ু বাংলার ফল। পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান।'

কিন্তু ইংরেজরা দুশো বছরে আমাদের স্বাধীনতায়, আমাদের স্বাতন্ত্রে কিছুটা হলেও আমাদের বাঙালিয়ানা বা বাঙালিপনায় ঘা দিয়েছে। হাঁটুর ওপরে ধুতি এবং ফতুয়া আজকাল ফ্যাশন ছাড়া আর দেখাই যায় না। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীরা মালকোঁচা মেরে মা কালীর সামনে দেশ উদ্ধারের হুঙ্কার ছাড়তেন; পরের বিপ্লবীরা সত্তরের দশকে পাজামা-পাঞ্জাবি ও চার্মিনার-বিড়ির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন শুনছি একেবারে প্যান্ট-সার্ট এবং কাঁধে AK47 ছাড়া বিপ্লবীরা অন্য পোশাক পছন্দ করছেন না। অন্যদিকে ধুতি এবং শাড়ি ক্রমশ ফ্যান্সি ড্রেসে পরিণত হচ্ছে। শ্রাদ্ধ ও বিয়েবাড়ি ছাড়া কেউ এসব ফ্যান্সি পোশাক পরেন না। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে অসুবিধে হয়। জ্যোতিবাবু, অটলবিহারী, আদবানি, বিমান, বুদ্ধ প্রভৃতি রাজনীতিবিদ্ ভারতীয় ঐতিহ্য তবু বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। সুনীল গাঙ্গুলীর মত ভয়ঙ্কর তেজী বাঙালিরাও ধুতির বদলে প্যান্ট সার্ট বা পাজামা পাঞ্জাবিতে অনেক স্বাভাবিক থাকেন। অন্যদিকে অজস্র ন্যু-ইয়ার কার্ড ১লা জানুয়ারিতে সবাই পায়। প্রায় সব বাঙালি অন্য বাঙালিকে এই সময়েই 'হ্যাপি ন্যু ইয়ার' জানায়। কম্প্যুটারের নতুন নতুন গ্রাফিক ডিজাইনে এই সময়ে নতুন বছরের শুভেচ্ছা পাঠান ও পেয়ে থাকেন মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালিরা। এই ধুতি পরা সংস্কৃতিতে সুচিত্রা মিত্র, বসন্ত চৌধুরী এবং সুনীল গাঙ্গুলীরা ক্যালকাটা নয়, কলকাতার শেরিফ হন। শেরিফ শব্দটি যেন বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ। রঙ্গভরা বঙ্গের এ-এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আমার ধৃষ্টান্ত মার্জনীয়।

বাজারে চলতি প্রবাদ, বৌদ্ধিক বাংলা সংস্কৃতিতে বাঙালিয়ানার শেষ কথা কে বলবেন ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তে তা পাকা হয়ে গেছে।

এ-বছর দেখা গেল, আমাদের সংস্কৃতিতে পিঠে-পুলি-পায়েসের চাইতে কেকের ব্যাপক বিরাট দাপট। মঞ্জিনিস্ ও অন্য নিসেরা কেকের পসরা সাজিয়েছে। বিজেপিও ক্রিসমাস কেকের দাপট কাটাতে পারছে না। শোনা যায় গুজরাটেও গুজিয়ার চাইতে কেকের বিক্রি অনেক বেশি। 'মুদির' বুদ্ধিতেও তা আটকানো যায় নি। মেয়েরা এখন শাড়ির চাইতে সালোয়ার কামিজ ও প্যান্ট-সার্ট, বা টপ ও স্কার্ট অনেক বেশি পছন্দ করছে। মাক্সির চল এখন গ্রামে গঞ্জে। পঁচিশে বৈশাখ ও পয়লা বৈশাখে জোর করে ছাড়া শাড়ি পরছেই না নতুন প্রজন্মের মেয়েরা। কেবল রবীন্দ্র গীতিনাট্যে শাড়ি পরে শান্তিনিকেতনে মেয়েরা নাচে, টিভিতে সবাই নাচ দেখবে বলে আর সব চাইতে দুঃখের কথা বাঙালির বাংলা ভাষার অবস্থা, 'বাংলা না বললে চুল টেনে দেবো বা কান মুলে দেবো'-এমন হুঙ্কার সত্ত্বেও বেশ খারাপ।

এক সমাজসেবী বন্ধু ২০০২ সালের শেষে গ্রামের বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ক্লাস নিতে গিয়ে প্রশ্ন করে বসল, বাংলা বর্ণমালায় কটা অক্ষর? অনেক ভেবে, গুনে ক্লাসের সাহসী ভাল ছাত্রের উত্তর পাওয়া গেল, '২৫'। ইংরেজি অ্যালফাবেট? দ্রুত উত্তর এলো-'২৬'। বন্ধু ঘাবড়ে গেলেন। ক্লাস ওয়ানে ইংরেজি পড়ালেও যা, ক্লাস ফাইভে ইংরেজি পড়ালেও তা। ইংরেজি শেখার গুত্ব শহরের বাঙালি অনেক আগেই বুঝেছে, গ্রামের বাঙালি এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে। বাংলা না জেনে, না বুঝেও বাংলায় কোনও অসুবিধে নেই; ইংরেজি একটু আধটু জানা জরি, এটাই ইংরেজি নববর্ষে বাঙালির অভিজ্ঞতা।

২০০৩ সালের প্রথমেই আমরা বাঙালিরা ভেবে নিয়ে দুঃখের সাগরে ডুবে যেতে পারি, মাছে-ভাতের বাঙালির ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার। পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো টি-র কাব্যি আজ আর বাঙালিকে মানায় না। বাঙালি এখন ইংরেজি নববর্ষে কেক খেয়ে নধরকান্তির বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে 'অসীম' অকুল অর্থনীতির আঁধারে বৌদ্ধিক মালটিন্যাশনাল ক্যাপিটালে জাপানি পায়েস, আমেরিকান হট ডগ খেয়ে সি.পি.এম নামক বোধিবৃক্ষের তলে মহানির্বাণ লাভ করতে পারেন। আর এই মহা নির্বাণের অনুভুতি না থাকলে আমরা হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের অন্ধকারে নিমজ্জিত হবো। ছিল মাল হয়ে গেল চন্দ্রবিন্দুর গান। এভাবেই ২০০৩ এর পাঁচালি শেষ করা যেতে পারে

এ.টি.এম-এ টাকা সি.পি.এম-এ ভোট

গুড্ গেরস্ত খায় না হোঁচট
গ্রীষ্মে ফতুয়া শীতে হ্যাট কোট্
বসন্তে অবসিন
(কোরাসে) জয় দু-হাজার তিন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com